প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৫৮

প্রচ্ছদ : মোহন রায়

পত্রোল্লাস পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষে শ্রীনীল কুমার পাল কর্তৃক
পুরাশ, কানপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৪১০ থেকে প্রকাশিত
এবং শ্রীমা আর্ট প্রেসের পক্ষে কার্ত্তিক কর্ম্মকার
কর্তৃক বনপাশ, কামারপড়া, বর্দ্ধমান পিন-
৭১৩১২৭ থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

কবি প্রসঙ্গে
(কার্ত্তিক কর্ম্মকারকে)

পাতায়, ফুলে গুণমুগ্ধ তুমি কবি !
তুমি খোঁজ নিঃশব্দে প্রকৃতিতে—তার রূপ।
আমি হারিয়ে যাই ভেবেই পাই না
কবি কি মানুষ নয়, গ্রহান্তরের জীব ?
হিংসা আমাকে করে বিচলিত
খুন আমাকে ভাবিয়ে তোলে
কান্নাকে ভাবি ভীরু-কাপুরুষ
মৃত্যুকে ভাবি অপূর্ব—শেষ।

তুমি জলে মাছের খেলা দেখ,
আকাশে দেখ মালার মতো পাখী
আমিও দেখি কিন্তু খুঁজে পাই না।
খুঁজে পাই না যা আমি চাই।
আমিও মাঠে যাই, সবুজ ধানের ক্ষেত —
চোখে পড়ে সবকে ছাপিয়ে বাঁধভাঙ্গা জল
আমার হৃদয় কৃষাণের মার পিছু ধাওয়া
ছেলের দিকে যায়।

তাই আমি কবি নই, আমি স্রেফ প্রাবন্ধিক
না তাও নই, আমি ন্যাকড়া জড়ানো ক্ষয় রোগী।
আমি রাস্তার, আমি গঙ্গার, আমি রেল ষ্টেশনের,
বাসের, ট্রামের, গরুর গাড়ীর, গ্রামের হাটতলার
শঠ, চোর, ডাকাত। আরও স্পষ্ট বললে খচ্চর
এটাও ঠিক হল না। বদমাস, পাজি, হতভাগা
কিংবা সমাজের জঞ্জাল। পশুর মাথা নিয়ে গঠিত মানুষ।

ছবি

নেমপ্লেটে নাম শুধু ছবি
স্মৃতির মালাও যেন ছবি
ছবি সবই মৃত্যুর আগে
যতটা জীবন পথ হাঁটে।

ছবি নিয়ে গল্প ও গান
কল্পনা, মরুভূমি যত কিছু
সবই টানাটানি তুলির আঁচড়
ভীরু কাপুরুষতাও—

বেইমানি কিংবা নির্লিপ্ত আচরণ
আত্মত্যাগ বনভোজন ও অশ্রুমোচন
কল্প কাহিনীর পাঠক
সবাই ছবি খোঁজে।
ছবি শুধু ছবি নয়
ছবি মানুষের বাস্তব, স্বপ্ন
যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের সংমিশ্রন।

ছবি দীর্ঘ নিঃশ্বাস, কান্না ও হাসিতে
উজ্জ্বল হ'য়ে ফোটে।
জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছোটে।
মরুভূমি বন ও সমুদ্র
সব কিছু ছবি দেখার প্রলোভন।
ছবি মৃত্যুকে ডাঁকে
স্মৃতিকে পিছু ডাকে
ছবি শুধু ছবি নয়।

সংকীর্ণ পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে

মা !
তোমার মাথায় আর একটাও কালো চুল নেই
চল্লিশটা শীতের টানটান হাওয়ায়
সব সাদা হ'য়ে গেছে ।

বুভুক্ষু নরনারীর অভিশম্পাত,
বুটের আওয়াজ সাইরেন বাজায় দপ্, দপ্, দপ্
তিল থেকে তাল হ'য়ে যাচ্ছে সময় ।
আমরা সুতো কাটছি, চরকা ঘোরাছি······
টিপ-টপ, হাসি-খুশি বিজ্ঞাপনে
ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক ।

হৃদয়ে একটুকুও খোলা জায়গা নেই
সব হারিয়ে গেছে
সবই হারিয়ে গেছে ।
দিন দিন আরও অনেক
হ'তে হবে ছোট ।
কেননা নিজের জায়গা নিজের মধ্যে আর নেই ।

গুড়ের লরির নীচে
গুড় খেতে খেতে, একটা কুকুর সেদিন
সংকীর্ণ চত্বরে বাঁচার স্থান পেল না ।
মা !
কোথাও আর জায়গা নেই ।

সংকীর্ণ পৃথিবীতে—
প্রতিদিন স্তব্ধ নীল সমুদ্রের মতো
স্থির অথচ বিশাল দমবন্ধ গম্ভীর
প্রেক্ষাপট হবে নিতে ।
দাবানল জ্বেলে দিতে হবে যত পারা যায় ।

আমিই প্রথম

শিশির ঝড়ানো রাতে
উঠেছি আমিই প্রাতে
হেঁটেছি অনেক পথ
ভেঙ্গেছি যন্ত্রণাকে।
একাকী হেঁটেছি পথ
দেখেছি ধানের শিষে
শিশির বিন্দু জ'মে
হাত দিই নি'কো আমি
বুঝেছি অন্তর্যামী
এখানে এঁকেছে ছবি।

একাই হেঁটেছি পথ
সবার প্রথমে আমি
ভেবেছি শিল্পী তিনি
সৃষ্টি করেন যিনি
অগাধ প্রতিভা নিয়ে
ভাঙ্গাগড়া খেলা খেলে
হাত দিই নি'কো আমি
পায়ের তলায় ছাপে
ভেঙ্গেছি যন্ত্রণাকে।
পায়ে পায়ে আঁকা পথে
আমি এঁকেছি ছবি
প্রথম এঁকেছি ছবি।

ক্ষেত মজুর

আঘাতের মঞ্চ নেই
ক্লাকটোনিয় শিল্পের মত।
তবু আঘাত হানার ডাক।
জান কি বহু বৎসর গেছে
নিওলিথিক আসতে ?

এখন মঞ্চহীন আঘাতের ফ্লেক
অস্ত্রের দু'দিকে ধার নেই।
কাজের দিকও তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর নয়
তবু তোমাদের লক্ষ্য একটাই
বেঁচে থাকার স্বাধীনতা
মৃত্যুর সাথে লড়াই করার অধিকার
শ্রমের ন্যায্য মুল্য
ক্ষেত্রহীন একতার করতালি।

ধারাপাত

ফুটবল খেলবার জন্য নয়
কিন্তু কি এক কারণ
বাবলা গাছটা পার হ'য়ে
পাকা রাস্তার ধারে—
অসংলগ্ন বৃদ্ধ প্রকৃতির ডাকে
নগ্ন বস্ত্রে পানি খোঁজে
যা তার চোখের দু'কোলে
আবছা আবছা কচু পাতা শিশিরের মত।

হুতুম পেঁচা গাছের কোঠরে
এখন প্রস্তুত নিশীথ শিকার
খাদ্য নেই।
খেলা অবিচ্ছিন্ন আনন্দ নয়।
বৃদ্ধেরা হাতরে ফেরে
বাঁচার মুর্চ্ছনায় শব্দের অহংকার।

বাধা

তুমি আমাকে ডাক
বিবেক বড় একা
আমাকে ডাক !
বৃদ্ধ পিতা, অন্ধ চোখ নীরবে
দুচোখের জল ঝরায়
অথচ আমি নিরুপায় ।
আমাকে হাঁক !
আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না ।
চাষীর মতো গর্বে
তোমার বুক ফুলে উঠবে—
যদি পার ।
কিন্তু তুমি কিছুতেই চাষী নও ।

কুকুরেরা

কুকুরটা রোজ ছন্নছাড়ার মতো
ভাত খাওয়া এঁটো পাতে মুখ লাগায়
ওর মুখে ঘা নেই।

ওর মা আগে প্রতিদিন আসত
এই সময়টাতেই
এখন ও।
জন্মগত অধিকারে মালিক।

যখন শিবপুরে ছিলাম
বাড়িতে একটা ঝি ছিল
সে বৃদ্ধা হওয়ার পর
তার মেয়েই কিন্তু আমাদের ঝি হয়েছিল।
কুকুরেরা কি মানুষ হতে চাইছে?

মৃত্যু

মৃত্যুকে এখন মনে হয়
মখমল জড়ানো ছবি
রং বেরং-এর চিক্‌চিক্ কাগজের ফুল
এখন মনে হয় আগের ভাবনাগুলো ভুল।
এখন সাঁতার কাটতে
কিংবা কোলকাতার রাস্তা
মরিয়া ভাবে পার হতে
একদম ভয় করেনা
আলু পোস্তা বাজার কা শের
রামজী গুণ্ডার গুণ্ডামিকে
আজব পাগলামী ভাবতে চলেছি
তোমরা কি কেউ আমাকে বৃদ্ধ ভাবছ ?
কেউ কি ভাবছ আমি পাগল
কিংবা হতাশার শিকার ?
আমি ওসবের বাইরে।
তোমাদের জেনে রাখা ভাল
প্রত্যেকটা মানুষের জানার অধিকার আছে
আমারও; আমি জানতে চাই
মৃত্যুটা কখন, কোথায়, কেমনভাবে
আচমকা হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে ?

গন্ধ পেয়ে ছিলে ?

আমার চিঠির সাথে
মুঠো মুঠো ভালবাসা
হৃদয়ের গভীর উত্তপ্ত ঘাম
চরম উত্তেজনার হৃদস্পন্দন
কি এক গন্ধ ছড়ায় !

আমার নরম হাতে
পেঁজা তুলোর মতো
চাপে চাপে পিণ্ড বাঁধা
টুকরো টুকরো দাগ
তোমাকে মনে পড়ায় !

আমি ঠকাতে চাইনি ।
পর্য্যুদস্ত হাতিয়ারে নিরবে
তোমার মুখে দিকে চোখ
তোমার বুকের দিকে তুলি
তোমার সমগ্রকে কালি—
দিয়ে আঁকতে চেয়েছিলাম ।
আর চিঠি গুলো, চিঠি নয় ।

ফুলের দিকে হাত
ফুলের দিকে চোখ
ফুলের মতো ছবি ।

গ্রাম
(বিষড়া গ্রামবাসীদের)

শব্দেরা নিরবে খেলা করে
শতায়ু বৃক্ষের চিত্রিত শরীর
ঠোঁটে করে ছিন্নভিন্ন
কঙ্কালসার বৃক্ষের প্রতিমূর্তি ।

কাঠঠোকরা ছায়াহীন গ্রীষ্মদুপুর
শব্দে করে খান্ খান্
গাছ নেই গাছেদের জরায়ুতে
অবক্ষয়ের রক্তঝরা দাগ রোগ ।

আভিজাত্যের প্রলেপমাখা মুখমণ্ডলে
অজ্ঞতার ঘূর্ণিঝড়
বারেবার টালমাটাল নদী কিনারায়
বিস্তীর্ণ বালুচরে ধ্বংসস্তূপ ।

অথচ এমনও
নির্জনতা পুকুরে, গলিতে, মালায়
জায়গা খোঁজে
প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় ।

আদিবাসী

নতুনত্বের দীপশিখা হাতে তোমরা
হে আদিবাসী !
অনাদি অনন্তকাল ধরে বিচারের প্রার্থনায়
আজ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের দিকে।
তোমাদের পা শক্ত মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত।
আমরা জিজ্ঞাসু পিপাসু নরখাদক
সে সুতীব্র প্রতিবাদ কর্ণগোচর করিনি।
জল চেয়েছো, বলেছি, হবে
মান চেয়েছো, বলেছি, কঠিন হুংকারে
প্রাণ যদি রাখতে পার মান তোমারই ঝুলিতে !
কিন্তু আশ্বাসমন্ত্রের ভীত শঙ্কা ছিলনা,
চকিত আহত হরিণের মতো পিঠ সোজা রেখে
তোমরা আবার চলে গেছ গভীর অরণ্যে।
যতটা এগোচ্ছো ঠিক ততটা পেছাচ্ছো
এখন স্থাচু
কঠিন প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েডের রঙীন প্রতিচ্ছবি

আবদার

ছোট্ট আবদার নিয়ে
হাজির হলাম আমি,—
ধর্মের প্রাচীর ঘেরা দুর্গে

নখহীন আঙ্গুলগুলো,
ভ্রূ-বিহীন মুখ,
চামড়া বিহীন দেহ দেখে—
আর পারলাম না—
আমার দাবী পেশ করতে।

যদিও দাবী করতাম
কিন্তু জানতাম
উত্তর হবে—'পারোনা মরতে?'

আমার জমিদারী গেছে
আমার হৃদয় আছে
কিন্তু তাও চোট খেয়েছে অনেকবার।

হৃদয় কোনদিনই ছিল না
ওটা নামে ছিল, আছে, থাকবে।

সময় এবং দুঃসময়

(বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের)

এখন সময়
ভাবের ভাষায় প্রাণময়
অস্তিত্বের কাছে
নিজেকে নিজের মনে হয় দোষী।
সম্ভাবনাময় এই পৃথিবীর
নির্জন জরায়ুতে প্রাণ-উজ্জ্বল ভারত
বহু দূর— ডাক দেয় ঐ
কই কই ট্রম্বে, কাজিরাঙ্গা, বিশাখাপত্তনম্ ?

তবুও এখন দুঃসময়
দুঃসময় হৃদয়ের কাছে হৃদয়কে হেরে যেতে হয়
সবসময়।
ভুলতে গিয়েও কণ্ঠরোধ
রক্তে রক্তে কি নেশা ছড়ায়
বড় বিস্ময়।
ভাবনায় চেতনায়
লোমহীন লেজ নড়ে ওঠে।

চুরি

দুটো চোখ, মধুমাখা বসন্ত সকাল
জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাক
আমার নিশ্চিন্ত আরাম-পরকাল।

দৃষ্টিতে আবির আর স্নেহমাখা উদাসীনতায়
তোমাকে দেখাচ্ছিল প্রতিমূর্তি—
ক্লান্ত এক প্রাণ তপস্যায়।

কুঁড়িগুলো ঝড়ে গেছে
কিংবা এখনও আছে কুঁড়ি।
তেমনই দেখব তোমায়
করতে হবে সময় এবং সমাজকে চুরি।

ছন্দের খেলা

(অলিম্পিকের পরে)

আনন্দকে সাগর ক'রে
সুখের মরুভূমিতে নৌকা চালিয়ে
বড় বেদনা পেলাম হে।

দুঃখের ঝর্ণা ধারাতে
স্নান করবার অভিপ্রায়
চিরদিন বিস্মৃতির অসীমে র'য়ে গেল!
পার তো তোমরা আমায়
ব'হে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেল!
পচা নর্দমা অনেক ভাল
মশা, মাছি, কীটপতঙ্গে ভরপুর।
আমার সোনা জেতাও হবে
আর তোমাদের রূপোর নূপুর।

হাতে নেবো জল

হাতে নেবো জল।
অনেক রাস্তা ভেঙ্গে এসেছি
পৃথিবী বুকে গন্ধ
দু'পায়ে নেশার চিহ্ন ক্ষত।

হাতে নেবো জল।

অসুখ পাঁজরে-পাঁজরে শিরায়-শিরায়
দ্রাবিড় জাতির মতো গভীরে।
অনুভূতি আমাকে জবার মতো লাল রং দিয়েছিল।
ট্রেনে জায়গা ছিলনা
কিন্নর রাজবংশ, ছবি আঁকিয়ে
তারা খসা রাত্রির,—বোঝে না
কত দূর যাবে তারা?

আমার ঘামের গন্ধ, খামে মোরা আলো
হাতে নেবো জল
কালো রাস্তায়, ধোয়া ওঠা পীচে
হারিয়েছে পথ কেউ।
অনামিকা, নগ্ন দেহে স্বপ্ন দেখা
মেলেনা গতির সাথে পঙ্গু পা ফেলা।

তাই আর কিছু নয়
নূতন ক'রে হাতে নেবো জল।

নিয়ত প্রতীক্ষিত

(তপন নন্দীকে)

আমি এখন চেষ্টা করিনা কবিতা ছাপার
লজ্জা পায়। দাবী, হাত কচলানো, তেল মাখানো
কিংবা মনে হয় যোগ্য নই
প্রতিভার ঘেরা-টোপ বাংলাদেশ কবির রাজ্য।

যখনই কবির কাছে নদীর মতো স্রোতে গেছি
অসল গম্ভীর মুখ, বেদনায় ভেজা মন
আমাদের রুদ্ধ গতি, যুবক বয়স
ছোঁয়াচে সময়, যুবতীর ছবি, কর্তব্যবিমূঢ় হম্বিতম্বি।

চোখের সামনে কুষ্ঠরোগ, ভাঙ্গা রাস্তা অনিচ্ছার
সময় ইট বালি সিমেন্টের কিংবা পিচ পাথর
জ্যাম-জেলী, লম্বচ্ছেদে করুণ কাহিনী
ইচ্ছের বিরাট পাহাড়ে ঝর্ণার মতো মাঝে মাঝে নেমে আসা নদী

কোন মনোমোহিনী, ইঁদুর, বকের স্কেচ
আমার বুকের বোর্ডে আঁকা হয়নি।
চেষ্টা হয়নি অযুত মানুষের গতি
আমার মধ্যে সঞ্চার করার, অনুভব প্রেম-কাব্য গাঁথা।

বাস ঠাসা ভীড়
বৃদ্ধা কোন অবলম্বনহীনা
ব্রেকে হেলে ওঠে, দাঁড়ায়, বসে
স্রোতের শৈবাল, অকৃত্রিম পৃথিবীর নদী।

ভেজাল মেশালে

করতলগত ঐ শব্দে
নি:শব্দে চলে গেলেও ঘুম ভাঙ্গবে।
সবুজ দুনিয়া, মুনিয়া-এসব পোষ মানবে,
কিন্তু মানুষ আর স্বপ্ন দেখেনা
রাখেনা লুকিয়ে অভিজাত্যবোধ।
শোধ নেবার জন্য প্রস্তুত।
মজবুত তার সংগঠন,
মন ভেঙ্গে গেলেও
ফেলেও পালাবে না এসব।

টবে গাছ পুঁতলে আকাশ ছোঁবে না
তবুও নিয়মিত জল পেলে,
টিকে থাকতে পারে।
ঘরে অনীহা, অনিচ্ছা, ভাঙ্গা মন
রূপের মতন, সবই এখন ঘন বন।

তবুও শব্দে ঘুম ভাঙ্গবে।
দেওয়ালেরও কান আছে।
পাছে কেউ বুঝতে পারে—
তাই সে দেওয়াল সেজে থাকে।

চাষ চিত্র
(তাপস অধিকারীকে)

গ্রাম রাঙানো রোদ্দুর-শ্রাবণ
জল প্লাবিত আষাঢ়
মেঘ চলা গতি
প্রতিটি মাঝি মেয়েদের হাতে।

তারিখ হেঁটে যায়
দিন রাত্রি সময়ের ব্যবধান ঠেলে।

নগ্ন স্তন দৃষ্টিতে বার বার হোঁচট লাগায়
দৃষ্টিতে আনে জোয়ার।
নগ্ন স্তন, গোলাপ ফুলের মতো
ফুল ফোটা গাছেদের শরীরে·········
নগ্ন স্তন!

দানবীয়বোধ চুপ থাকে
পঙ্কিল জমির কাদায় কাদায়
পোঁতা থাকে।
দানবীয়বোধ ঠেলে
একদিন সবুজ সোনার মতো
একদিন জাগ্রত হবে চেতনা
একদিন জয়ী হবে মানবিকবোধ।

আমি এজেণ্ট

বিক্ষিপ্ত কারায় হারানো
ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, ইস্ত্রিধারী ধোপা,
নাপিত কিংবা গোপা,
তাঁতি, কলু এবং জেলে,
কুমোর বা কামারকে পেলে—
পাঠিয়ে দিও !
যা পাওনা তা নিও;
কিন্তু কোর্টে যেও না।
আমি তো নতুন, কেন না,
অন্য কোন রাস্তা পাইনি
পেলেও তা পছন্দ হয়নি
তাই যাইনি।

আমি যাইনি
আইন কিংবা অনুমোদনের উপর,—
হস্তক্ষেপ করতে।
ভুল করেও যাইনি মরতে।
আমি সকলের —
ভালোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে
যাবই যাব একটা কিছু গ'ড়ে।

প্রভু-ভৃত্য

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের আকুল আবেগ নিয়ে
মাথা ঘামায়।
তৃণসম দীন ভেবে,
মাথা নোয়ায়।
পায়রা ওদের দেব-বাহন হোল না তবুও।

শত নাম, শত কাজ
ছড়িয়ে পড়েছে বিকেলের রোদ্দুরের মত।
ষোল'শ হীন রমনীকে কোলের কাছে,—
টেনে নেবার মত মন বা ক্ষমতা ক'জনের থাকে ?

তবুও বোঝেনা কেউ ?
বুঝতে চায় না। আষাঢ় ঝরে,
উল্টো সুর ছোটে।
মাঠে ঘাটে ঘর্মাক্ত মানুষেরা
জংলা বনে মধু খোঁজে
হৃৎপিণ্ড কাঁপে থরথর।

বোঝদার মানুষ আর নেই হে মুনিবর !
এখন অবুঝ সবাই।
শতছিন্ন বস্ত্র, ছাতাহীন আষাঢ়—
কিংবা হিংস্র মরিয়া মানুষ বোধ হারিয়েছে

হিসেবের খাতা

(অমিয় মিত্রকে)

মানুষটা তার হিসেবের খাতা থেকে চোখ তোলে
অনির্দিষ্ট সময়ের পাশে পড়ে থাকে পাণ্ডুলিপি
চায়ের গ্লাস, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো স্মৃতি
হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ইতিহাস, অতীত।

থুতনির দুপাশে দাঁতের মাড়ির চাপে রগ ফোলে
বহুদিন ভীড় ঠেলা বাস, অ-নামিকা যাত্রী,
সহযোগিতায় হাত বাড়ানো দুরন্ত যুবক
ইশারা, অজানা-অচেনা, বিরক্তি এনেছে।

তবু হিসেবের খাতা বেহিসেবী উত্তরোল
সবুজ সংকেত নিয়ে আস্তিক যোগসূত্র খোঁজে
রাস্তা, নদী, পর্বতের কাছে। উপত্যকায়
ওক, ফার্ণ আয়ত বিস্তীর্ণ বনানীর পাশে, আরণ্যক।

উপলব্ধিতে সিন্দুর মেঘ, মৎস্যন্যায়, সময়ের পদরেখা, উৎকর্ণ ললাট
আমাদের হাত পা খিলানের অসহায়তা মাথা চিৎকার।
অরণ্যের উদ্ভিদ, দিগন্তের অট্টালিকা আকাশ মাথার পরে একবিন্দু
সাদা আচ্ছাদন
কংক্রীট ভাস্কর্যের স্মৃতি যেন কোন অচেনা গ্রামের সংহতি-উজ্জ্বল
অনল।

প্রার্থনা কিংবা প্রতিজ্ঞা

বিন্দু বিন্দু জটিল আবহে গন্ধহীন যন্ত্রনা যেমন মোহে
ঘর ছাড়া। ফড়িং উড়ে একবিন্দু আলোর রেখায়
ছুটে এসে ভবিতব্য পূর্ণ ক'রে যায়। কুন্তলায়ন
আকাশ সন্ধ্যায় মাটিতে নামে। চাঁদ যেমন
পৃথিবীকে ধার করে প্রেমিকের মতো কিছু
দিতে চায়। পৃথিবীর রূপ গন্ধময় অস্তিত্বে
আমার বেদনা যেমন জমা হয়, আনন্দমুখর
চেতনায়। তুমি যেমন নেই তবু
প্রেরণা যোগাও! আম্রকাননে ছবি আঁকো
কি এক প্রত্যাশায়। তেমনি যদি ভালবাসতে
পারতাম? জানতাম হৃদয়ের হিংস্র জন্তুটাকে
একদিন ফেলে দিতে পারবো। এখনই হয়নি
সে কাজ। পৃথিবীর কাছে, নিয়তির কাছে—
আমার হৃদয় দিয়ে বলি; সে কাজ আমি করবো।

প্রাপ্তি

গায়ে পুরুষের গন্ধ এবং
প্রতিবিম্বে নিজেকে
মনে হয় রোমান্টিক।
প্রেম করার যোগ্য
ভালবাসতে ইচ্ছা যায়
প্রবলভাবে ইচ্ছা যায়
কাছে টানতে-দু-একটা
দানবীয় মুহূর্তের অঙ্গার।

চাঁদনি রাতের পাশে
দূরে প্রবাহমান নদী
ট্রেন ষ্টেশনের নিয়ন আলোয়
গোলাপী মনে হয়।
অর্বুদ নক্ষত্র যেন
আকর্ষণী শক্তিতে ভরপুর
মিঠে জ্যোৎস্নায় ভাসমান নাইট্রোজেন

ফুলষ্টপ

আর এগিয়ো না !
গানের রেওয়াজ,
সানাইয়ের আওয়াজ বন্ধ করো !
বন্ধ করো পৃথিবীর ঘূর্ণন !
ফুলষ্টপ । এখানেই থামতে হবে ।
চক্ররেলের চক্র, কাজের বদলে খাদ্য
মন্ত্রগুরু, পাঞ্জাবী শিখ ব্যবসা কর বন্ধ !
হোয়াই ইউ নটরিয়াস বয়, সো বীজি ?
(নোংরা ছেলে তুমি এত ব্যস্ত কেন ?)
দেখ সিনেমা, দেখ থিয়েটার
পদ্য, গদ্য, আলোচনা, লোফালুফি
ইউ আর এ কোয়ালিফায়েড গিল্টী !
(তুমি একজন উপযুক্ত দোষী !)
হবে হবে, পাথরের মুখে পরশের তরে
ক্লান্তি মুক্তির ছায়া ফুটে বেরোবে ।
ইউ আর রেডি টু স্টার্ট !
(তুমি তৈরী হও আরম্ভের জন্য !)
নো, ফুলষ্টপ ! (না, ফুলষ্টপ !)

বদলে গেছে

(বাবাকে)

(১)

এখন সময়
বদলে গেছে
বৃদ্ধ দেখে
সবাই হাসে।

(২)

মঙ্গল খান
শেখ জাফরের
উচ্ছের খেত
দা দিয়ে কাটে।

(৩)

ঘন মেঘ থেকে
বৃষ্টিরা নামে
সৃষ্টির যত
কীর্তি এ ধামে।

(৪)

শরীরের পুঁজ
কেমন ত্রিভুজ
ক্লেদ ঘৃণা তৃণ
সবই কিম্ভূত।

(৫)

ছোটে পালকি
বেহারা হাঁকে
ট্যাক্সি এসে
এখন থাকে।

(৬)

কাটা মাছ কেন
বেশী দাম হবে
গোটা মাছ কেউ
খায়না কি তবে?

রাখাল আছে

(মা)

রাখাল ছিল
আজও আছে
রাখাল গেছে
বনবাসে।
ভাদ্রমাসে
জল পড়েনা
কার্ত্তিকে আর
শীত ধরে না।
রাখাল ছেলের
দোষ আর কি বা?
পাওনা গণ্ডা
মিটিয়ে দেওয়া?
হবে এখন
থাক না চাপা।

রাখাল ছিল
আজও আছে
রাখাল গেছে
বনবাসে।
ভাদ্রমাসে
নিয়ম আছে
মিটিয়ে দেওয়া
দেনা পাওনা।
কেউ দেয় না
কি যায় করা?

রাখাল ছিল
আজও আছে
রাখাল গেছে
বনবাসে।
ভাদ্রমাসে
ভাত জোটেনা
রাখালি তাই
যায় না করা।

আশ্চর্য্য

১

শব্দ নিপুন হ'লে
নিপুনতা চোখের কাজলে
মুছে যাবে।
স্পষ্ট কথা
সত্য যদি হয়
মিথ্যা কথা স্পষ্ট হ'লেও
সত্য তবু নয়।
প্রজাপতি মালা গাঁথতে পারে না
অথচ বিকেলে,
পড়ন্ত দিনের আলোয়
বাগানে অনেকদিন দেখেছি
প্রজাপতির মেলা।

২

অবজ্ঞায় মাথা চাড়া দিয়ে
গোঁজ উপরিয়ে,—
গরুটা ছুটল।
কিন্তু কোথায়?
ওর প্রতিবাদের মূল্য কি?

হিসেবের খাতায় চোখ বুলিয়ে
মুদিখানার মালিক
কর্মচারিকে শাসিয়ে দিল,
আর একদিন এমন করলে,—
আর চাকরি থাকবে না।
স্থায়িত্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?

সমস্যা

পার্বত্য মুষিক আহারে ব্যস্ত
স্বাধীনতা-পরাধীনতা নিয়ে
আজ তার চিন্তা নয়।
নগ্ন শরীরে ক'বিন্দু ঘাম ঝড়ল
কিংবা ঝড়ে উড়িষ্যার পারাদীপ—
ধ্বংস হল কিনা ?
এসবে কিছুই তার আসে যায় না।
ভৃত্যের এঁটো কুড়ানো দীনতায়
কু-রাজনীতি হারিয়ে গেছে—
পশ্চিম সমুদ্রে সূর্য ডোবার মত।

বাধা ছিল হরিণের ঘাস
এখন পাথর সমস্ত স্থানটায়
একফোঁটা ঘাস নেই।
আঁকড়ে ধরার মতো যন্ত্রগুলো নদীর গভীরে
শ্বাস নিতে ছুটতে হয়
আর কোন স্থানে।
চিলতে কোঠাটা ছিল
তাও বমির ব্যারামে শ্রীহীন।
জল নেই।
আলো আছে .....
আলো আছে .....
আলো আছে।

কলাসপত্রী

প্রতিদিন একইভাবে বারান্দায়
সূর্যের ঝলমল রোদে চিক্‌চিক্
ঠোঁট, চুল এবং ঔদার্য
মুচকি হাসি সবই ঝিক্‌মিক্।
হাওয়া খেলে যায় তন্বী বুকের উপর
পনেরটা বসন্ত পার করা দেহে
নব উদ্ভাবিত জামাটাও কাঁপে
সৈনিকের পদভরে যেমন ব্রীজ।

কোন কিছু যেন জীবনটায়
ছুঁয়ে যেতে না পারে—
এমনই একটা ভঙ্গীমা।
সমস্ত দেহে ও মনে এবং
চোখের দৃষ্টির বাইরের পরিবেশে।
অথচ গোলাপ, যুঁই, বেল চামেলির মত
গন্ধ, শোভা, মধু ও আরও কিছু ঝড়ানো যেত।

জনতা

লোকালয়ে সান্নিধ্য তোমার
ভালবাসা প্রেমিকার সুরমাটানা চোখ।
তাও যদি হতভাগ্য প্রাবন্ধিক
হাত না কচলাতো ?
আমতা আমতা করে
ঔপন্যাসিক যদি না নিয়ে যেত
শ্মশানের শব টেনে ?

উন্মাদ যক্ষা রোগীর শ্বাসকষ্ট
ভাষায় নেই চেতনা,
নব অঙ্গীকার।
কি ভাবে আঁকবে তাকে ?
অনুকম্পা, দয়া কিংবা ঘৃণা
কবি আর কিছুই জানেনা
জন্মগত অভিশাপ—
তার আছে শুধুই কবিতা

সুইসাইড

পাগল না হলে কি কেউ এমন করে ?
ফুটবল, সিনেমা, ক্রিকেট নিয়ে
যখন ঘরে ঘরে আলোচনা
মাতামাতি এমনকি ফাটাফাটি হয় রকে
তখন গঙ্গাযাত্রা ?
থিয়েটার হলেও কথা ছিল
এ কি মা বিনা মেঘে বজ্রপাত !
বালাই ষাট, ওই কথা মুখেও এনো না !
কেটে-কুটে একদম ফিনিশ
তারপর যার জিনিস তার কাছে।
নাও, এবার ঠ্যালা সামলাও
এরপরও কি কোন মা বাঁচে ?
আর তার জন্য দায়ী কে ?
না, নিজের ছেলে।
হুঁ ! যতসব অর্বাচীন অপদার্থের দল
এ পাপের বিধান নেই।
কান মল ! কান মল !
আর বল, ধুলায় ধূসরিত বঙ্গে
মা তোমার শ্যামল অঙ্গে
আর বহাব না লাল রক্তের বন্যা
তুমি অনন্যা !

সংস্কার

তুই বড় শুভ্রা, বড় নম্র এবং একা
কাছাকাছি, পাশাপাশি থাকা
কত মধুময়, সে কি ভুলে যাবি ?
বিরক্তির পাহাড় বুকে জমিয়ে
এক এবং অদ্বিতীয়ের সাধনায়
ক্রীড়ারত ধুলামাঠ দিয়ে—
হেঁটে গিয়ে
আর কি খুঁজে পাবি ?
যা অতীত, তা চিরদিন ব্যথা দেয়,
কাজে অকাজে ঘ্যান ঘ্যান করে,
নিজেকে ঘিরে চারিপাশে,
নিজেরই অগোচরে।

আমার ওষ্ঠ দিয়ে তোর
আমার হৃদয় দিয়ে তোর
আমার আমাকে দিয়ে তোর
হৃদয় এবং তার বাইরের
রূপ, রস, গন্ধ এবং সৌকর্য্য
পান করতে দে !
হোক না বিস্মৃত জনতা,
চিরমৌনা ঈশ্বরীও কুপিতা
তাতে তোর-আমার এবং
আরও যারা আমাদের সাথে
হাসি পাবে জয়ের উল্লাসে।

পৃথিবী বাগান

পৃথিবী বাগানে
খেলা করা বড় বেশী বেমানান
যেখানে সেখানে
পেচ্ছাপ করা কখনই অভিপ্রেয় নয়।
যদি না ছুড়ির ফলা
মালা গাঁথা হ'ত
বিয়ের রাতে, ঝলসাতো। ডাকাতি……
তেমনই স্বার্থপর দৈত্যের বাস প্রতিটি বাগানে।

হেঁসেল ঠ্যালা, বাসন মাজা ঘসা
স্ত্রী, মা কিংবা ঝি যেমন
চটা শুঠা উঠোন সান বাঁধানো
মিস্ত্রী, শাবল, দুরমুশ, কর্ণিক
শব্দের ভিতর ধারালো যন্ত্রের মতন
প্রতিক্ষণ যায় আসে প্রকাণ্ড বাগানে।

লতায় পাতায় বাধা আকর্ণ বিস্তৃত
ঘি-করলা গাছ, খেলা করা কাঠবিড়ালী
প্রতিটি মুহূর্ত স্থির শান্ত মোহময়
রুটিন পাল্টে করো নতুন সুস্থিত !
এই বাগানে।

দুপুর

একটি অলস দুপুর আমাকে দাও!
ভাত খাওয়ার পর
সিগারেটের ধোঁয়া
স্বপ্নজাল
সাঁওতাল কামিনদের দ্রুত হস্ত চালন
একটি কর্মঠ দুপুর!

একটি কর্মঠ দুপুর আমাকে দাও!
অপিস যাবার পর
চিঠির পাহাড়
দু'হাতের গতি
আচ্ছন্ন শরীরের প্রতিটি কানায়
শুধু কাজ আর কাজ
তারপর বিস্তীর্ণ অবসর, আড্ডা
একটি অলস দুপুর!

মুক্ত দশকের আহ্বানে

ফলকে তোমার নাম লিপিবদ্ধ হোক
মর্মরে স্মরণীয় হ'য়ে থাক ছবি
প্রতিদিন যে বাতাসে দুলেছ
যে ফুলের গন্ধ নিয়ে বিলিয়েছ নিজেকে।

তানপুরায় মিয়া-কি-মল্লার
সৃষ্টি, দুরাশায় বোধ হোক মুক্ত
জজ্ঝায় রক্তের দাগ
বেমানান দশ বছরের যৌবন লুপ্ত।

আশির দশক, নতুন উপাদানে সাজানো
বর্ষার মঙ্গল চিহ্ন, চাষীর ধান
দুরারোগ ব্যাধি, বন্যায় নিশ্চিহ্ন শত শত গ্রাম।
আশির দশক, আবহাওয়া উন্মুক্ত শারদীয়া।

ফলকে তোমার নাম লিপিবদ্ধ হোক
তুমি থাক চিরনিশ্চিহ্নের সীমানার তীরে
আমাদের সুস্থিত অবিচারের কিনারায়
দুর্গত মানুষের অনুষ্ঠান-আয়োজনের পাশে।

অপেক্ষার নদী

দিগন্তের বুক প্রাণভরা চুমা
আমার প্রাণের আবেগ।
জ্যোৎস্নার আলো সোনা তুই ঘুমা!
নবাবের মতো
ফেলে দেওয়া সিঁড়ি ফিরে ফিরে যাওয়া
রাত্রির কালো
ভোর হওয়া সূর্যের আলো
গাছের ছায়া
ফুলের গন্ধ অসীম সময়।

অস্তিত্বের সাথে মিশে যাওয়া
তীক্ষ্ণ দাঁত
বিষ ঢেলে দেয় মাছ ভরা পুকুরে
অরুচি ভাত।

অবকাশে

(নীল কুমার পালকে)

তবু মাঝে মাঝে পাল তুলে
দৌড়াতে ইচ্ছা যায় বাঁধনহারা পথের সীমানায়।
পথ ইঁদুরের তৈরী সুরঙ্গ কিংবা
মশা মাছির সুতোকাটা ঘন্টাধ্বনি,
জয় বা পরাজয়ে হত রাজকুমারের প্রাসাদ
অথবা ছিঁটেফোঁটা অরণ্যের ঐশ্বর্য্য।
এসব বুকে নিয়ে হাঁটতে, পথ পার হ'তে
আহত ঔরঙ্গজেবের শেষ বিচারের অট্টহাসি বের হয়।

মাথায় রাঙা সূর্য যখন পথ হারায়
লাল রঙের হোলী খেলবার চেষ্টায় মত্ত
আবির হৃদয় আবার দৌড়ায় বিশ্রামরত নদীর দিকে।
নামে ওঠে কত যাত্রি দৈনন্দিন কাজের হিসেবে
ক'জন কো-গ্রাম খুঁজে পাবার চেষ্টা করে?

সন্ধ্যা উত্তরীয় বসন ছেড়ে সুখনিদ্রায় মত্ত যখন
অমানিশা রাত্রির পাথেয়, বুকে আনন্দ জোয়ার
রাতের অতিথি কত পথ শান্ত নির্জন
বাস যাত্রি চোখের সামনে পথ বন্ধ।
বাহির পৃথিবীকে খুঁজে পেতে ভুল হয় না
চলে যায় একে একে ষ্টেশন কিংবা বাসস্টপ
প্রতিক্ষায় পাওয়ার আনন্দে
নিজেরা হিসেব ভুলে যাই
কোথায়, কত দূর কিংবা কি হবে সেখানে?
অবশেষে সেই পাওয়া প্রত্যাশার চেয়ে কম বা বেশী।

কবিতাকে ভালবেসে

(যাকে ভালবেসেছিলাম)

······অথচ কবিতা
জীবন্মৃত ভবিষ্যৎ নিয়ে
তুমি ঠিক তেমনিই
একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে।
বুকের আঁচল
লড়াকু মনোভাবে এলোমেলো,
আঁজলা ভরা একবিন্দু জল
পান ক'রে উদরপূর্ত্তির হাঁফ ছাড় !
এতো সকলকে ফাঁকি ?

আমার দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে
পাল্লায় তালা, কুঁড়েতে ধোঁয়ার গন্ধ
ছিন্ন বস্ত্রের কালো পাড়
সব দেখে বুঝেছি
শূন্য হৃদয়ে কেউ আসবে না।
আমার স্বপ্নকে নিয়ে খেলা
ছেড়ে দেওয়া ছাগলের পাল
তাদের ধান ক্ষেতে আনাগোনা
সহ্য হবে না।

তোমার দুঃখকে
(এয়ার সার্টিং-এর আর, টি, পি, দের)

তোমার দুঃখকে নিবিড় করে
ধরে নেবো বুকে— ভেবেছিলাম।
মাছ যেমন খেলা করে জলে
ভেবেছিলাম তেমন নাড়াচাড়া
লোফালুফি, ফু দিয়ে ফেনার গোল বল
উড়িয়ে দেবো আকাশে।
তোমার দুঃখকে বুকের আঁচল করে
জড়িয়ে ধরব ভেবেছিলাম।

তুমি দীর্ঘ পা ফেলে, শালীনতা রক্ষায়
দৌড়ালে যে পথে,
যে পথে ছুরি চালালে
আমার এ বুকে
ব্যর্থ প্রেমিক ভেবে······হাসাহাসি, কানাকানি
কি করেছো বা করনি ?
আমি সবই জানি।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম
তোমার দুঃখকে নিবিড় করে পাব।
ভেবেছিলাম যাব প্রত্যেকের কাছে
বোঝাবো ভালবাসা চায়ের ভাঁড়ের চেয়ে দামী।
কিন্তু তুমি ?
এ-হেন বধির কিংবা পাগলামী ছাপ
দিয়ে যাবে কখনও ভাবিনি।

জিজ্ঞাসা

(তিলক, তপন, দিবাকর)

ছবির প্রথমে থাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস
তারপর উদ্গত যৌবনা ষোড়শীর নূপুর নিক্কন
তারপর প্রেম-চুম্বন
তারপর আলো
অন্ধকারের কালো মুছে দেবার স্বপ্ন।

বন্ধ দরজার ভিতরে থাকে গন্ধ
অন্ধ জন নিঃশ্বাস নেয়
স্বপ্নগুলো সত্যি হবার বাস্তবতা
পচা বস্তা ভর্ত্তি ভরা ধুলো
তারপর আলো
সব কিছুকে স্পষ্ট করে দেবার আলো।

ভালবাসার প্রথমে থাকে ভাললাগা
তারপর কাঁটা
কচি কচি অশ্লীল স্বপ্ন
হারানোর ব্যথা
তারপর বিরহ, জ্বালা, অন্ধমোহ
সবকিছুর পিছনে জিজ্ঞাসা।

ছবি, বন্ধ দরজা, ভালবাসা
সবকিছুর পিছনে জিজ্ঞাসা।

আগন্তুক তুমি

(সনৎ চৌধুরীকে)

আগন্তুক, শুধুমাত্র আগন্তুক তুমি
ব্যারিকেড ভেঙ্গে ফেলবে প্রত্যাশা তোমার
তার থেকে বড কিছু
নেই অঙ্গীকার ?
আগন্তুক তুমি !
আগন্তুক তুমি প্রত্যাশার।

চেয়ে দেখো পড়ে আছে
বিস্তীর্ণ বালুতে নদীর আলপনা
মালা গাঁথা প্রেম
তুমি জায়গা চাইছ ?
কত জায়গা অথচ
পড়ে আছে দেখ
তুমি আগন্তুক !

আগন্তুক তুমি
দেখ পথের উপর
হাটুর ব্যথায় কাতর
পথিকের দুরাশা স্বপ্ন
দেখ পাঁজরের হাড় ছিঁড়ে গিয়ে
কত কিছু হয় বেমানান।
হিংস্র শ্বাপদের মত উগ্র বিষ
দেখ কত সংকীর্ণ গহন।

তুমি আগন্তুক
দেখ স্মৃতির চারিপাশে
হেঁটে যায় মানুষেরা, শোন তার ডাক।
আসে দেখ আষাঢ়ের ঝড়, বৃষ্টি
শীতের আর্বজনামাখা জমি
দেখ কত অযুত মানুষ করে কানাকানি
অথচ কে কোথায় কি চেয়েছে
কেউই তা শোনেনি।

আগন্তুক তুমি !

নিঃশব্দ জাগতিকতায়

নিঃশব্দ জাগতিকতায় সে আসে
সেই চিন্তা, স্বপ্ন কুড়ে খায়
ভয় অস্পষ্ট ভাবে।

কিন্তু ভুল সমস্ত পথে
তার আঁকাবাঁকা চোরা রাস্তা
গলিতে গলিতে সন্তর্পণে ফাঁদ পাতে।
নিঃশব্দ জাগতিকতায়।

পূর্ব গোলার্ধের শব্দ শোনা যায়
পশ্চিমের বাঁশি কেটে কেটে যায় সুর
তরঙ্গের ওপর হাঁটি হাঁটি পা পা।

অথচ কখন কোথায় যেন
মনে হয়েছিল ভুল চারিত্রিকতায় ঠিক
ভুল নয়।   যন্ত্রের দুর্বিপাক গোলযোগ।